OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 366 - 380
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিষবৃক্ষ : বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের নৈতিক বাস্তবতা ও সামাজিক দ্বন্দ্বের সাহিত্যিক রূপান্তর

ইয়াসমিন প্রামানিক
স্টেট-এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
পান্ডবেশ্বর কলেজ, পান্ডবেশ্বর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID: yeasminpramanick85@gmail.com
0009-0002-8295-4504

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
গার্হস্থ্য জীবন, পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, ব্যক্তিস্বাধীনতা, দ্বন্দ্ব, আধুনিকতা, উনিশ শতক, বাঙালি।

Abstract
In 'Bishabriksha', Bankimchandra Chattopadhyay transcends the boundaries of historical narration and romantic fiction to enter the intricate psychological and moral realities of nineteenth-century Bengali domestic life. The characters in this novel are not merely vehicles of the plot; they are living embodiments of the interrelation between real-life experience, social conventions, and personal emotions. Through their joys and sorrows, desires and limitations, Bankimchandra portrays the deep-seated conflict between the individual and society—constructing, on one hand, the subtle atmosphere of family life, while, on the other, revealing the social and ethical complexities of nineteenth-century Bengali society. Thus, 'Bishabriksha' is not merely a domestic novel; it stands as a profound socio-psychological document of the tensions among individual freedom, gender hierarchy, social obligation, and moral reform. The objective of this paper is to examine how Bankimchandra Chattopadhyay transforms the intimate crises of family life into larger social and cultural truths, and how his characters, through the undercurrents of social ethics, attain a consciousness of moral selfhood and human development.

Discussion

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস : ঔপনিবেশিক প্রভাব, মধ্যবিত্ত চেতনা ও সাহিত্যিক উদ্ভাবন— উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবকে আমরা একটি জটিল, বহুস্তর বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে দেখতে পারি। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য উপনিবেশিক সংস্পর্শের মাধ্যমে নতুন দিগন্তে প্রবেশ করেছিল, যেখানে স্থানীয় ও বিদেশি সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সমন্বয় একটি বহুমাত্রিক সাহিত্যিক চরিত্রের জন্ম দিয়েছিল। অর্থাৎ, বাংলা উপন্যাস শুধুমাত্র ইউরোপীয় রোমান্স বা ঐতিহাসিক কাহিনির অনুকরণ ছিল না, বরং এটি দেশীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার অংশ ছিল। এই সংমিশ্রণ তাকে বহুমুখী এবং বৈচিত্র্যময় করে তুলেছিল— যা দেশীয় পাঠক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সুসংগত ছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঔপনিবেশিক বাংলায় মুদ্রণ প্রযুক্তির প্রসার, নগরায়নের বিকাশ এবং নবগঠিত মধ্যবিত্ত পাঠক সমাজের সৃজনশীল অনুসন্ধিৎসা বাংলা উপন্যাসকে এমন একটি কক্ষপথে নিয়ে আসে যেখানে সাহিত্য বিনোদন ও শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়। মধ্যবিত্ত পাঠকরা শুধু গল্পের রোমাঞ্চকেই অনুসরণ করতেন না; তারা তার মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক নীতি এবং আধুনিক জীবনের নান্দনিক ও নৈতিক জটিলতা উপলব্ধি করারও চেষ্টা করতেন।

যদিও ইউরোপীয় উপন্যাসের আঠারো শতকের বিকাশ এবং বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে একাকার করে দেখা যায় না, তবুও বাংলা উপন্যাস এই সময়ে একটি দুই-মুখী গতি ধারণ করে। একদিকে, এটি ঔপনিবেশিক বাংলার দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের সাক্ষ্য প্রদান করে, এবং অন্যদিকে, আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির সৃজনশীল বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা এই নতুন ধারার চ্যালেঞ্জ ও সুযোগকে গ্রহণ করে উপন্যাসকে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সামাজিক ও নৈতিক জিজ্ঞাসার জন্য একটি শক্তিশালী মঞ্চে পরিণত করেছেন।

উপন্যাসের ভাষা, চরিত্র এবং কাহিনীকল্পনা শুধুমাত্র সমসাময়িক বাস্তবতার প্রতিফলন নয়; এটি সেই সময়ের নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম চিত্রও ফুটিয়ে তোলে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলা উপন্যাস কেবল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেনি, বরং তার ফাঁকফোকর এবং অনিশ্চয়তাগুলোকেও প্রকাশ করেছে। এই অনিশ্চয়তা ও দ্বন্দ্ব পাঠককে নৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণের নতুন পরিসরে প্রবেশ করায়, যা বাংলা সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক একাডেমিক আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস ঔপনিবেশিক প্রভাব, মধ্যবিত্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা এবং সাহিত্যিক উদ্ভাবনের এক জটিল মেলবন্ধন, যা পাঠককে শুধু কাহিনির আনন্দ দেয় না, বরং সামাজিক ও নৈতিক প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে একটি গভীর বৌদ্ধিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বাংলা রেনেসাঁসের নেতৃত্ব ও আধুনিক ভারতীয় উপন্যাসের স্থপতি— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাংলা রেনেসাঁস ও আধুনিকতার উন্মেষের সন্তান, ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক পূর্বসূরি এবং ঊনিশ শতকের বাঙালি বৌদ্ধিক পরিসরের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপকার। তিনি শুধু একজন প্রাবন্ধিক, কবি, সংস্কারক এবং সমালোচকই ছিলেন না, বরং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোর অভিজ্ঞতা অর্জনকৃত একজন সচেতন সমাজদর্শকও ছিলেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তি ভারতীয় উপন্যাসের বিকাশে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, যার ফলে তিনি আধুনিক ভারতীয় উপন্যাসের একজন অগ্রদূত হিসেবে স্বীকৃত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান একত্রিত করার তাঁর ক্ষমতা। প্রমাণিক ও দাসের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, - "তিনি তাঁর জীবনে আহৃত পূর্ব ও পশ্চিমের জ্ঞানকে তাঁর রচনা, চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে একত্রিত করেছেন" (Pramanick and Das 2)। এ বিশ্লেষণ স্পষ্ট করে যে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সাহিত্যের সীমাবদ্ধতায় আটকে ছিলেন না; তিনি বৈশ্বিক জ্ঞান ও চিন্তাধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তার স্থানীয় প্রেক্ষাপটে তা কার্যকর করেছিলেন।

এডউইন আর্নল্ডের মন্তব্য অনুযায়ী, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন - "একজন প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন লেখক, যার সৃষ্টিশীল উদ্ভাবন, নাটকীয় শক্তি ও লক্ষ্যনিষ্ঠা ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যকে এক নতুন যুগে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি দেয়" (আর্নল্ড ৭)। এটি নির্দেশ করে যে তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টি কেবল গল্প বলার সীমিত কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি একটি সমগ্র সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে ধারণ ও প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।

বিশেষভাবে, বঙ্কিমচন্দ্র নারীর চরিত্রচিত্রায়নে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছেন। তাঁর উপন্যাসে স্ত্রী ও বিধবার সামাজিক অবস্থান, মানসিক দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সূক্ষ্ম চিত্রায়ন পাঠককে আজও মুগ্ধ করে। '*কৃষ্ণকান্তের উইল*', '*বিষবৃক্ষ*', '*দেবীচৌধুরাণী*', ও '*ইন্দিরা*' —এই রচনাগুলোর মাধ্যমে তিনি এমন এক ন্যারেটিভ প্রদান করেছেন যা সময়ের সীমা অতিক্রম করে এবং আধুনিক ভারতীয় পাঠক ও গবেষকের জন্য সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। নারীর ব্যক্তিগত আত্মচেতনা,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সামাজিক বাধ্যবাধকতার সংঘাত এবং গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের মধ্যে সমন্বয় খুঁজে পাওয়া তাঁর সাহিত্যে একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে দৃশ্যমান।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক ভূমিকা কেবল বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের অংশ নয়, বরং আধুনিক ভারতীয় উপন্যাসের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করেছে। তাঁর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জ্ঞানসমন্বিত চিন্তাভাবনা, নারী চরিত্রের সূক্ষ্ম চিত্রায়ন এবং নাটকীয় ও সামাজিক সমন্বয়ের দক্ষতা তাঁকে এক যুগান্তকারী সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্রের নারীচরিত্র ও গার্হস্থ্য বাস্তবতা— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রারম্ভিক বাংলা উপন্যাসসমূহ মূলত ঐতিহাসিক রোমান্সের ধারায় আবর্তিত হয়। তবে তাঁর সাহিত্যের শক্তি নিহিত থাকে কেবল কাহিনির পটভূমিতে নয়; বরং প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনা গভীরভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রোথিত। তিনি যে যুগ বা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বেছে নেন না কেন, নিজেকে বা তাঁর সময়ের বাস্তবতাকে সেই রচনার বাইরে রাখেন না। এমনকি যখন তিনি সরাসরি ঐতিহাসিক কাহিনি লিখেননি, তখনও তাঁর চরিত্রগুলোর গঠন প্রায়শই সমসাময়িক সমাজের নান্দনিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রতিফলন বহন করে। এম. এ. আফজাল ফারুকের পর্যালোচনায় যেমন উল্লেখ হয়েছে, - "বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ কল্পকাহিনি সমসাময়িক ঔপনিবেশিক বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থান ও সামাজিক নিয়মের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিকামনার দ্বন্দ্বের দীপ্ত প্রতিফলন" (ফারুক ৩২১)।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক মনন নারীর অবস্থান এবং লিঙ্গভূমিকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভেতরে নারীর সীমাবদ্ধতা, বিধবা-বিবাহের সামাজিক জটিলতা, বিবাহপূর্ব প্রেমের প্রতিকূলতা, নারী-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, এবং ব্যক্তিস্বপ্ন ও সামাজিক বিধিনিষেধের সংঘাত— এই সমস্ত বিষয় তাঁর উপন্যাসে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তিনি আধুনিক ভারতীয় নারীচরিত্রকে এমন এক নৈতিক, চিন্তাশীল এবং স্বপ্নময় মানবিক সত্তায় রূপান্তরিত করেছেন, যিনি সমাজের সামাজিক সীমারেখার মধ্যে সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজের আত্মপরিচয় ও ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বরকে কখনো নীরব করে রাখেননি। এই দৃষ্টিকোণ বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধুমাত্র একজন কাহিনিকার বা ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবেই নয়, বরং সামাজিক সচেতনতা ও নারীর মানসিক বিকাশের প্রতিফলক হিসেবেও পরিচিত করে।

ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক ও গার্হস্থ্য বাস্তবতা প্রায়শই তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। এটি কেবল ঐতিহাসিক রোমান্সেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পারিবারিক কাহিনিতেও সমসাময়িক সামাজিক সংকট এবং মানসিক দ্বন্দ্বের ছাপ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। '*বিষবৃক্ষ*' উপন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট— যেখানে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো একত্রে ক্রমবিকাশমান— সাহিত্যিক চরিত্র এবং ঘটনার বিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক চিন্তাভাবনা বোঝার জন্য উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সমাজের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটকে অনুধাবন করা অপরিহার্য। একদিকে নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদেশি শিক্ষা, পশ্চিমা সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নতুন আত্মচেতনা অর্জন করছিল; অন্যদিকে, সেই সময়ের সন্দেহপ্রবণ ও অস্থির মানসিকতার কারণে বাংলা গদ্য নতুন শক্তি ও সৃজনশীলতা অর্জন করতে শুরু করেছিল। এই দ্বৈত প্রেক্ষাপট বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন এক উপন্যাসিক পরিচয় দেয়, যিনি সামাজিক বাস্তবতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং পারিবারিক জীবনের ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ সীমারেখাকে সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম।

পারিবারিক বন্ধন ও নৈতিক দ্বন্দ্বের চিত্রায়ন : '*বিষবৃক্ষ*'-এ সমাজ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সংঘাত— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত উপন্যাস '*বিষবৃক্ষ*' (*The Poison Tree*) মূলত একটি মধ্যবিত্ত বাঙালি জমিদার পরিবারের অন্তর্গত জীবনের সূক্ষ্ম মানচিত্র আঁকে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তাঁর স্ত্রী সূর্যমুখী, যারা প্রাথমিকভাবে এক শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল এবং প্রেমময় ঘরোয়া জীবন যাপন করেন। তাদের সংসার মানসিক সমন্বয় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যা শুরুর দিকে একটি আদর্শ পারিবারিক বন্ধনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতীয়মান। এই প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূক্ষ্মতা নয়, বরং পারিবারিক বন্ধনের নৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটকেও গুরুত্ব দেন।

কিন্তু উপন্যাসের কাঠামোতে প্রবেশ করে কুন্দনন্দিনী নামের তরুণ বিধবা চরিত্র, যা গল্পের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায়। কুন্দনন্দিনীকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা প্রাথমিকভাবে একটি সামাজিক এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত হলেও, এর প্রভাব সমগ্র সংসারের ভারসাম্যহীনতার দিকে পরিচালিত করে। নাগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথের চাচাতো ভাই, কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য এবং ব্যক্তিগত আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে ওঠেন। এই আকর্ষণ কেবল তার নিজস্ব মনোভাবকে প্রভাবিত করে না, বরং পারিবারিক কাঠামোর ভিতরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে, যা ইতিমধ্যেই স্থাপিত সামাজিক এবং নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সংঘাতের জন্ম দেয়।

নাগেন্দ্রনাথের কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা শুধু সূর্যমুখীকে তার স্বামী থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না, বরং তিনি নিজের হস্তক্ষেপেই সংসারের শৃঙ্খলা এবং ঐক্য ভেঙে ফেলেন। এর ফলে, উপন্যাসের তিনটি মূল চরিত্র— নাগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, এবং সূর্যমুখী— সামাজিক এবং মানসিক দুঃখের মধ্যে ফাঁদে আটকা পড়ে। এই দ্বন্দ্ব কেবল ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা এবং পারিবারিক কর্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এটি ঔপনিবেশিক বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের নৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা, সামাজিক নিয়ম এবং লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ্বকেও প্রতিফলিত করে।

চট্টোপাধ্যায় এখানে একটি সূক্ষ্ম সাহিত্যিক কৌশল ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক নৈতিকতার মধ্যে সংঘাত কত সহজেই পারিবারিক সম্পর্কের সুর এবং স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করতে পারে। '*বিষবৃক্ষ*'-এ প্রদর্শিত এই গঠনমূলক দ্বন্দ্ব কেবল একটি কাহিনিকাঠামোর অংশ নয়, বরং এটি সামাজিক ইতিহাসের বাস্তবতার দিকেও পাঠককে সচেতন করে। বিশেষত নারীর সামাজিক অবস্থান এবং গার্হস্থ্য ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা— যা কুন্দনন্দিনীর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে - উনিশ শতকের বাংলা সমাজে নারীর প্রতি সামাজিক প্রত্যাশার স্বচ্ছ চিত্র প্রকাশ করে।

অতএব, '*বিষবৃক্ষ*' কেবল একটি পারিবারিক গল্প নয়; এটি ১৮৭০-এর দশকের বাঙালি সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা, নৈতিক দ্বন্দ্ব, এবং পারিবারিক বন্ধনের নান্দনিক ও সামাজিক সীমারেখা নিয়ে একটি গভীর দার্শনিক ও সাহিত্যিক প্রতিফলন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঠককে প্রমাণ করেন যে, কোনো সংসারের স্থায়িত্ব কেবল প্রেম বা বন্ধনের উপর নয়, বরং সামাজিক ও নৈতিক বিবেচনার সংহত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য পরিমণ্ডল : ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংঘাতের প্রতিফলন— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের '*বিষবৃক্ষ*' উপন্যাসে আমরা উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালি জমিদার পরিবারের গার্হস্থ্য জীবনকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ ও চিত্রায়িত করতে পাই। এখানে উপন্যাসটি কেবল একটি পরিবারকেন্দ্রিক গল্প হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত একটি বহুমাত্রিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। চট্টোপাধ্যায় একদিকে শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকদের— যারা মূলত জমিদার, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী, বণিক ও বিভিন্ন সরকারি পেশার প্রতিনিধি ছিলেন— বহির্বিশ্বে কর্মরত অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এই 'বহির্মহল' ছিল তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও সামাজিক কার্যাবলীর কেন্দ্র, যেখানে তারা অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করতেন। অন্যদিকে, নারীরা বাস করতেন 'অন্তরমহল' বা 'জেনানা'-এ, যা ছিল তাদের গোপন ও সংরক্ষিত পরিসর। এই সীমাবদ্ধ স্থানটি শুধুমাত্র শারীরিক আড়ালই প্রদান করত না, বরং নারীর সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তা ও গার্হস্থ্য কর্তব্যের প্রতীক হিসেবেও কাজ করত।

চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রায়নে এই বিভাজন কেবল একটি স্থিতিশীল সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, বরং একটি জটিল মানসিক ও নৈতিক দ্বন্দ্বের সূচনা। বহির্মহল ও অন্তরমহলের এই স্পষ্ট বিভাজন নারী ও পুরুষের পৃথক অভিজ্ঞতা ও দায়িত্বকে স্বতন্ত্রভাবে চিত্রিত করতে সাহায্য করেছে। নারী চরিত্ররা, যদিও বাহ্যিক জগতে সীমাবদ্ধ, তাদের অন্তর্মহলেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তারা পরিবারের নৈতিক ও গার্হস্থ্য স্থিতিশীলতার প্রধান বাহক। এভাবে চট্টোপাধ্যায় এই সামাজিক বিন্যাসের মাধ্যমে গার্হস্থ্য জীবনের নীতিগত কাঠামো, লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতা ও সামাজিক নিয়মের সুক্ষ্ম নকশা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

উপন্যাসটি প্রমাণ করে যে গার্হস্থ্য পরিমণ্ডল কেবল ব্যক্তিগত জীবন নয়, বরং সামাজিক কাঠামো ও ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। '*বিষবৃক্ষ*'-এ প্রতিটি চরিত্র তাদের সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গভূমিকা ও পারিবারিক কর্তব্যের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। চট্টোপাধ্যায়ের এই সৃজনশীল বিন্যাসটি উপন্যাসকে কেবল পারিবারিক কাহিনি নয়, বরং উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ও মধ্যবিত্তের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও গার্হস্থ্য বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সূর্যমুখী : গার্হস্থ্য জীবনের নৈতিক ও সামাজিক মেরুদণ্ড— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের '*বিষবৃক্ষ*' উপন্যাসে গার্হস্থ্য জীবনের থিম সর্বোচ্চ উৎকর্ষে প্রতিফলিত হয়েছে সূর্যমুখী চরিত্রের মাধ্যমে। সূর্যমুখী, নাগেন্দ্রনাথের নিবেদিত স্ত্রী, কেবল একজন 'জমিদারগৃহিণী' নয়; তিনি পুরো পরিবারের নৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক কেন্দ্রে অবস্থানরত অভিজাত স্ত্রীর প্রাতিষ্ঠানিক প্রতীক। চট্টোপাধ্যায় এখানে একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম সামাজিক কাঠামোকে চিত্রিত করেছেন— যেখানে গৃহকর্ম, দাস-পরিচালনা, খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতা, এবং গৃহস্থালির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা সবই একজন নারী চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত দায়িত্ব।

সূর্যমুখীর কর্তব্য ও দায়িত্ব কেবল শারীরিক বা দৈনন্দিন রুটিনে সীমাবদ্ধ নয়; তিনি প্রতিটি পরিবারের সদস্যের মানসিক ও শারীরিক কল্যাণের দিকে গভীর মনোযোগী। তার এই যত্নপূর্ণ দৃষ্টি কেবল পরিবারের একতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে না, বরং নৈতিক ও সামাজিক আদর্শেরও প্রতিফলন ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি নাগেন্দ্রনাথকে সতর্ক করেন— "সাবধান থেকো; ঝড় উঠলে নৌকোকে ঘাটে বাঁধবে, নৌকোয় থেকো না।" (চ্যাটার্জী ২)

এই নির্দেশনা শুধু এক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যক্তিগত সচেতনতা নয়; বরং এটি উপন্যাসে গৃহস্থালির নিরাপত্তা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং পারিবারিক নিয়মাবলীর সমন্বয়কেও নির্দেশ করে। নাগেন্দ্রনাথ এই নির্দেশনা মেনে চলে, যা সূর্যমুখীর কর্তৃত্ব, নৈতিক প্রজ্ঞা এবং পারিবারিক কর্তব্যের গুরুত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে।

অতএব, সূর্যমুখী শুধুমাত্র তদারকি বা প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী নয়; তার কর্তৃত্বের ভিত্তি নৈতিকতা, সামাজিক কায়িক এবং মানসিক দায়বদ্ধতার সমন্বয়। চিঠির মাধ্যমে তিনি তার দৃষ্টান্ত আরও স্পষ্ট করেন— "আপনার দাস কোন অপরাধ করেছে জানি না। যদি কলকাতায় এতদিন থাকা আপনার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়, তবে আমি আপনার সঙ্গে থেকে সেবাযত্ন করার সুযোগ কেন পাব না? আপনার অনুমতি পেলেই রওনা হবো।" (চ্যাটার্জী ২৭)

এই চিঠি সূর্যমুখীর আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহমর্মিতা এবং পরিবারের প্রতি নিবেদনকে চিত্রিত করে। পাশাপাশি এটি দেখায় যে, তার সামাজিক ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য মূলত গৃহস্থালির অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ। তিনি পরিবারের মেরুদণ্ড— একজন নৈতিক, সামাজিক এবং সাংগঠনিক কেন্দ্র— যিনি পরিবারের শান্তি ও ঐক্য রক্ষা করেন, কিন্তু বাহ্যিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে সরাসরি প্রবেশ করতে পারেন না।

চট্টোপাধ্যায় এখানে একটি সুক্ষ্ম দ্বৈততা উপস্থাপন করেছেন - সূর্যমুখীর প্রভাব ও ক্ষমতা শক্তিশালী হলেও, তা গৃহস্থালির সীমার মধ্যে আবদ্ধ। এটি ১৮৫০–১৯০০ সালের মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থান ও সামাজিক কাঠামোর সত্যনিষ্ঠ প্রতিফলন। সূর্যমুখী কেবল গৃহকর্মে দক্ষ নন, তিনি পারিবারিক নৈতিকতা, সামাজিক শৃঙ্খলা ও মানবিক সম্পর্কের তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ। তার চরিত্রের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে গার্হস্থ্য জীবনের কেন্দ্রে নারী চরিত্রই পরিবার ও সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মূল নিয়ন্ত্রক।

গার্হস্থ্য-অন্তরায়ের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন : স্থান, মর্যাদা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ— উনিশ শতকের বাঙালি 'ভদ্রলোক' সমাজে গৃহের ভেতরকার স্থানকে শুধু আবাসিক বিন্যাস হিসেবে নয়, একটি সাংকেতিক অঙ্গীকার— নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে দেখা হত। ঐতিহ্যগত নৈতিকতার আলোকে 'অন্তরমহল' বা জেনানার সীমা পুরুষদের ধারক-ধারণ করে রাখে না; বরং তা নারীর সার্বিক স্বত্ব, সম্মান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার একটি দণ্ডিত ক্ষেত্র হিসেবে কার্যকর ছিল। এই গৃহস্থলীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জ্যামিতি— সীমাবদ্ধ কক্ষ, পৃথক বসবার্গ ও দৈনন্দিন কাজের নির্ধারণ— লোকালয়ের বাইরে পুরুষের উপস্থিতিকে বাতিল করে এবং সামাজিক পরিচয়ের একটি দৃশ্যততর ফর্ম অনুধাবন করায় (চ্যাটার্জী ২৭)। বঙ্কিমচন্দ্র '*বিষবৃক্ষ*'-এ এই স্থানান্তরকে কেবল বর্ণনামূলক পটভূমি হিসেবে উপস্থাপন করেননি; তিনি গৃহের বাস্তব-চলন, আবেগগত ও নৈতিক দায়িত্ব, এবং শক্তির সূক্ষ্ম বিন্যাসকে পাঠকের সামনে ফেলেছেন— যেখানে সূর্যমুখীর পরোক্ষ কর্তৃত্ব, ঘরোয়া নীতির রক্ষাবিধান ও মানসিক শ্রমই পরিবারের নৈতিক মেরুদণ্ড।

অতএব, গার্হস্থ্য পরিসর এখানে দ্বৈত অর্থ বহন করে - এটি একদিকে নারীর নিষ্ক্রিয়ীকরণ ও বন্দিত্বের সক্ষমতার প্রতীক— কারণ পুরুষের 'বহির্বিশ্ব'-এ প্রবেশই সামাজিক কার্যক্ষমতার সূচক, অন্যদিকে সেই একই পরিসর নারীর সাংগঠনিক নৈপুণ্য, নৈতিক স্বীকৃতি ও পারিবারিক সুসম্প্রীতির কেন্দ্রবিন্দু। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় এই দ্বিধা স্পষ্ট— সূর্যমুখীর প্রার্থনা ও সেবা শুধু আত্মনিবেদন নয়, তা এক ধরনের সমাজব্যবস্থাপক কর্তব্য, যা পুরুষঅধীনে হলেও পারিবারিক স্থিতি রক্ষায় অপরিহার্য। ফলস্বরূপ, গার্হস্থ্য-অন্তরায় নারীর ক্ষমতা একটি নরম— কিন্তু গভীরভাবে প্রভাবশালী— প্রকারের : দৃশ্যত রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলেও তাদের নৈতিক ও সাংগঠনিক প্রভুত্ব ঘটকের মতো কাজ করে (ভৌমিক ১১)।

এখানে স্থানগত বণ্টন কেবল সামাজিক রীতিনীতির প্রতিফলন নয়; এটি লিঙ্গভিত্তিক আত্মপরিচয় ও শ্রেণীপূর্ন মানসিকতার উৎপত্তি ও প্রয়োগের একটি মাত্রা। যখন কুন্দনন্দিনী বা অন্য কোনো বাহ্যিক নারী-অসংলগ্ন ব্যক্তিত্ব অন্তরমহলে প্রবেশ করে— তা শুধু পারিবারিক রুটিনের ব্যাঘাত ঘটায় না; এটি পুরুষ কর্তৃত্বের অনুকূলিত, বন্ধুবস্তু-ভিত্তিক ভারসাম্যকে কম্পিত করে এবং সেই ভারসাম্যই উপন্যাসের নৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের উৎসে পরিণত হয়। অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে গার্হস্থ্য জীবনের সূক্ষ্ম প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মাবলি ও নারীর দৈনন্দিন কর্তব্যের মূল্যায়ন করেন, অন্যদিকে দেখান কীভাবে সেই একই নিয়ম ও চূড়ান্ত 'অন্তরমহল'-এর টেকসইতা ভাঙলে সমগ্র পারিবারিক-সামাজিক কাঠামো অনিবার্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (ক্লার্ক ৬৯)।

তাই '*বিষবৃক্ষ*'-এর গার্হস্থ্য বর্ণনা আমাদেরকে উদ্দীপিত করে অনুসন্ধান করতে— কীভাবে সামাজিক মর্যাদা, লিঙ্গ-ভিত্তিক স্থানবণ্টন ও নৈতিকতার আভাস মিলিত হয়ে উনিশ শতকের বাঙালি পরিবারে অন্তর্গত রাজনীতি সৃষ্টি করেছিল; এবং কিভাবে এই অদৃশ্য নীতিনির্ধারক স্থানই সন্ততি, সম্পর্ক ও আদর্শের অস্তিত্বগত ভাঙন ও পুনর্গঠন নির্ধারণ করত। (চ্যাটার্জী ২৭; ভৌমিক ১১; ক্লার্ক ৬৯.)

নারীর অবস্থান ও গার্হস্থ্য কাঠামোর ভাঙন : কুন্দনন্দিনীর মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজসমালোচনা— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের '*বিষবৃক্ষ*' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর চরিত্রটি কেবল একটি ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডি নয়, বরং উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান ও পারিবারিক কাঠামোর নৈতিক সংকটের এক গভীর প্রতিরূপ। এক তরুণ বিধবা হিসেবে কুন্দনন্দিনীকে নাগেন্দ্রনাথের বাড়িতে আনার পর থেকেই তার অস্তিত্ব এক দ্ব্যর্থক পরিসরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমাজ তাকে চিহ্নিত করে এমন এক 'অধিকারবিহীন সম্পদ' হিসেবে— যে নারী তার পূর্বস্বামী তরাচরণের মৃত্যুর পর সামাজিক স্বীকৃতি ও সুরক্ষার বাইরে অবস্থান করে, অথচ তার দেহ ও উপস্থিতি পুরুষতান্ত্রিক লালসার একটি বস্তুতে পরিণত হয়। এই প্রতীকী উপস্থাপনায় বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, কীভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর পরিচয়কে স্বতন্ত্র নয়, বরং পুরুষের অধিকারবোধের একটি সম্প্রসারণ হিসেবে নির্ধারণ করে।

নাগেন্দ্রনাথের পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরটি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সমগ্র হিন্দু-বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের এক সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ— যেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি, সামাজিক নিয়ম, এবং নৈতিকতার মধ্যে চিরন্তন সংঘাত বিদ্যমান। নাগেন্দ্রর চরিত্রে তিনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পুরুষের নৈতিক ভঙ্গুরতা ও আত্মবিরোধ প্রকাশ করেছেন; যেমন দেবেন্দ্রনাথের মতো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি সামাজিক রক্ষণশীলতার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা কামনা ও দ্বিচারিতার শিকার। কুন্দনন্দিনীর প্রতি নাগেন্দ্রর আকর্ষণ, একদিকে ব্যক্তিসত্তার গভীর মানসিক সংকটের প্রতিফলন, অন্যদিকে স্ত্রী সূর্যমুখীর প্রতি তার নৈতিক দায়বদ্ধতার পরাজয়।

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনায়, যৌথ পরিবারের স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করত নারীদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও গার্হস্থ্য শৃঙ্খলার ওপর। ব্রেন্ডা বার্থউইকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী— "উনিশ শতকের বাংলায় যৌথ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরিবারের স্বাভাবিক কার্যপ্রবাহ অনেকাংশে নির্ভর করত গৃহের নারী সদস্যদের পারস্পরিক সম্প্রীতির ওপর, যারা দৈনন্দিন গার্হস্থ্য রুটিন বজায় রাখার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন" (ভৌমিক ১১)। এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে নাগেন্দ্রর কুন্দনন্দিনীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার সিদ্ধান্ত সেই গৃহস্থ স্থিতির নৈতিক ও আবেগিক ভাঙন নির্দেশ করে।

সূর্যমুখীর বিপরীতে কুন্দনন্দিনীকে দেখা যায় এক অপ্রস্তুত, বিচ্ছিন্ন, এবং অপরিচিত পরিবেশে—যেখানে তার নতুন পরিচয় সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়, আবার প্রথাগত গৃহিণীত্বের সীমানাতেও সে মানিয়ে নিতে পারে না। জমিদারবাড়ির গৃহিণী হিসেবে সূর্যমুখীর সংযম, কর্তব্যপরায়ণতা ও আত্মসমর্পণ কুন্দনন্দিনীর চরিত্রে অনুপস্থিত; বরং সেখানে আছে নিজের অস্তিত্বের স্বীকৃতির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এমনকি দাসী হীরার মতো গৃহের নিম্নস্তরের নারীও কুন্দনন্দিনীর প্রতি সহানুভূতি দেখায় না— যা নির্দেশ করে যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর নারী-নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সমাজের স্তরবিন্যাসের অংশ হয়ে উঠেছিল।

অতএব, *'বিষবৃক্ষ'* কেবল এক ত্রিভুজ প্রেমকাহিনি নয়; এটি আসলে গার্হস্থ্য জীবনের ভেতর লুকিয়ে থাকা সামাজিক ক্ষমতা, নৈতিক দ্বন্দ্ব, এবং নারীর আত্মপরিচয়ের সংকটের এক গভীর সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখানে গৃহকে রূপান্তরিত করেছেন সমাজের এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপে— যেখানে প্রেম, দায়িত্ব, নৈতিকতা এবং সামাজিক অনুশাসনের জটিল সম্পর্ক এক অনিবার্য সংঘর্ষে পরিণত হয়।

গতিসংহত অন্তর্মহল : গণতান্ত্রিক পরিচয়, বিধিবদ্ধ অনুগত্য ও *বিষবৃক্ষ*-এ নারীর সীমাবদ্ধতা— উনিশ শতকের সামাজিক বিন্যাসে নারীদের অন্তঃপুরকে কেবল আবাস-স্থান না ভেবে তার মানে ছিল সম্মান, নিরাপত্তা এবং সামাজিক পরিচয়ের সঙ্কলন। বার্থউইকের পর্যবেক্ষণটি অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবে জানায়: "উনিশ শতকে নারীদের অন্তঃপুরের প্রান্তরেখা অতিক্রম করে পুরুষের বাহিরজগতে প্রবেশের অনুমতি ছিল না" (ভৌমিক ১০)। এই এক বাক্য একদিকে যেমন সীমারেখার স্থিতি নির্দেশ করে, তেমনি সেটি প্রতিটি সামাজিক সম্পর্কের আক্ষরিক ও প্রতীকী বন্ধনকে প্রকাশ করে — যেখানে নারীকে স্বামীর অধীনতায় ধারণ করে একটি স্থিতিশীল পরিচয়েই আবদ্ধ রাখা হত। ঐতিহ্যগত নির্দেশমালা অনুযায়ী স্বামী-শব্দটি নারীর জন্য কেবল ব্যক্তি নয়; তা ছিল সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি, আত্মপরিচয়ের শিলালিপি এবং গৃহ–বহির্য্য সম্পর্কের সীমা নির্ধারণকারী আইন।

'বিষবৃক্ষ'-এ এই কাঠামো দৃশ্যমানভাবে কাজ করে। সূর্যমুখীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় 'অল্পকালের বিচ্ছিন্নতা' কেবল একটি ভ্রমণ; তিনি যদিও শারীরিকভাবে পিতৃগৃহে ফিরে যান, সামাজিক কায়দা ও সাংবিধানিক প্রত্যাশা তাঁকে স্বামীর আত্যন্তিক যোগসূত্র থেকে মুক্ত করে না। স্বাধীন বসবাসের সূচনা হলেও সামাজিক পরিচয়ের দাগ মুছেনি— কারণ নারীর স্বতন্ত্রতা উন্মোচন কখনোই কেবল স্থানান্তরের বিষয় ছিল না; তা ছিল ক্ষমতা, অধিকার ও স্বীকৃতির প্রশ্ন। ফলে সূর্যমুখীর ফিরে আসা কোনো পুনরুদ্ধার নয়; বরং একটি প্রতিবিম্ব যে ঘর once poisoned cannot yield sweet fruit again — এই আচরণিক তত্ত্বই উপন্যাসটির প্রতীকী শিরোনামে সংকেতিত।

নাগেন্দ্রের পুনর্নিবৃত্তি, অর্থাৎ কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্যকে পরিবারের টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা হিসেবে অস্বীকার করে সূর্য-মুখীকে ফেরত তোলা, পরিবারকে বাহ্যিক শাসনবৃত্তে গাঁথে না; বরং তা পারিবারিক অভ্যন্তরের নৈতিক জটিলতাকে উস্কে দেয়। এখানে শক্তির বিনিময় ঘটে: ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থানটি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ইচ্ছার নয়, সামাজিক অনুশাসন ও সদাচারের মাপকাঠির মধ্য দিয়ে নির্মিত। সেই মূল্যায়নে সূর্যমুখীর পুনরাগমন মূলত সামাজিক স্বীকৃতি ও মান-অভিজ্ঞতার একটি পুনঃবণ্টন — কিন্তু সেই পুনর্বণ্টন আর আগের সমষ্টিগত শান্তিকে ফিরিয়ে আনতে অক্ষম। ফলে পাঠক দাঁড়ায় একটি নৈতিকীয় ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সামনে: পরিবারের ভিতরে 'বিষ' দেশের মতো রয়ে গেলে তার ফল আর মধুর হতে পারে না।

এখানে প্রতীকবাদ ও সামাজিক ইতিহাস একসাথে কথা বলে। 'বিষবৃক্ষ' অর্থাৎ বিষে আক্রান্ত পরিবার— শুধু পারিবারিক দুর্বলতার উপমা নন; তা ঔপনিবেশিক পরিবর্তন, কাঠামোগত অসাম্য এবং লিঙ্গভিত্তিক অধিকারহীনতার পরিণতি দেখায়। বাংলার নারীর সামাজিক অবস্থান ঐতিহ্যগত প্রথা থেকে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হলেও, এই পরিবর্তন ধাপে ধাপে এবং প্রায়শই অসম্পূর্ণ ছিল; ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে উনিশ ও বিশ শতকে সমাজ যে রূপান্তর আঘাত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করলো, তা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের শৃঙ্খল ভেঙে দিলো না— তার পরিবর্তে নতুনভাবে পুনর্গঠন করলো (মুখার্জি এন্ড মুখার্জি ২৫৩)। অর্থাৎ, আইনি বা নৈতিক সংস্কারে কিছু স্বাধীনতা লাভ করা গেলেও সামাজিক গ্রন্থি এবং পারিবারিক কাঠামো নারীর পূর্ণ আত্মনির্ধারণকে আটকে রাখল।

বিশ্লেষণগতভাবে দেখা যায় যে '*বিষবৃক্ষ*'-এ সূর্যমুখীর কাহিনি দেবে দুটি স্তরের তর্ক: একদিকে ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও আত্মত্যাগের উপর চ্যালেঞ্জ; অন্যদিকে সামাজিক কনসেনসাস ও পরিচয়ের প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের উপর প্রশ্নোত্তর। উপন্যাসটি দেখায় যে স্বামীর আশ্রয় ছাড়া নারীর পরিচয়কে স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি এবং যখন সেই আশ্রয় অস্থির হয়ে পড়ে, তখন পরিবারের কাঠামোই ক্ষতবিক্ষত হয়। এই ক্ষতবিক্ষতাই বংকিমের ন্যারেটিভে 'বিষবৃক্ষ'-এর রূপে ফুটে ওঠে: এক বার বিষে আক্রান্ত হলে গাছটি আর পূর্বের মতো ফলদ নয়, বরং তার শাখায় শান্তির ফুল ফুটে না।

অতএব '*বিষবৃক্ষ*' কেবল একটি পারিবারিক ট্র্যাজেডি নয়; এটি উনিশ-শতকের বাঙালি সমাজে লিঙ্গ, নিজস্বতা ও সামাজিক অনুশাসনের সংকলিত ইতিহাসের নিবিড় প্রতিফলন। উপন্যাসটি নির্দেশ করে— যদি সমাজিক কাঠামোর ভেতর নারীর আত্মনির্ভরশীলতাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তাহলে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব আর সামাজিক সঙ্কট ক্রমশঃ পারস্পরিক বিষক্রিয়া ঘটায়, যার ফলাফল কেবল পারিবারিক সুখহানি নয়, বরং সামাজিক দুর্দশার প্রতিসম্পেরণ।

নারী, নবজাগরণ ও গার্হস্থ্যতার সীমানা - '*বিষবৃক্ষ*'-এ সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন— উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সমাজ এক বৈপরীত্যপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল— একদিকে নবজাগরণের বুদ্ধিবৃত্তিক আলো, অন্যদিকে গভীরভাবে প্রোথিত পিতৃতান্ত্রিক সংস্কারবোধ। এই সময়ে, যাকে আমরা 'বাংলা পুনর্জাগরণ' বলে আখ্যায়িত করি, সেখানে নারীর সক্রিয় ভূমিকা প্রায় অনুপস্থিত ছিল। নারী ছিল পরিবর্তনের প্রান্তে— দর্শক, কখনো প্রতীক, কিন্তু সচরাচর অংশগ্রহণকারী নয়। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের '*বিষবৃক্ষ*' (*The Poison Tree*) উপন্যাসে, যেখানে নারীর আত্মপরিচয়, সামাজিক অবস্থান, এবং গার্হস্থ্য জীবনের সীমানা গভীর মানবিক ও সামাজিক প্রশ্নের রূপ ধারণ করেছে।

কুন্দা ও নন্দিনীর সম্পর্কের সূত্রপাত এবং তারারচরণের সঙ্গে কুন্দার বিবাহ এই সামাজিক দ্বন্দ্বেরই প্রতীক। কুন্দার সৌন্দর্য যেন তার নিজের অস্তিত্বের শৃঙ্খল— যে সৌন্দর্য তাকে সম্মানের পরিসরে রাখে, আবার একই সঙ্গে তাকে গার্হস্থ্যের অদৃশ্য পর্দার আড়ালে বন্দি করে। তাকে জনসমক্ষে আনতে নিষেধ করা হয়, কারণ তার সৌন্দর্য পুরুষদৃষ্টির জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়; কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞাই নারীর প্রতি সমাজের অবিশ্বাস ও পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের নগ্ন প্রকাশ।

তারারচরণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য, এবং সেই সূত্রে তিনি সামাজিক সংস্কারের ধারায় বিশ্বাসী—বিশেষত সতীপ্রথা ও কন্যাবিক্রয়ের বিরোধিতায়। তবুও, তার অবস্থান দ্ব্যর্থক। তিনি কুন্দাকে গার্হস্থ্যতার সীমা অতিক্রম করার সুযোগ দিলেও, সেই সুযোগের ভিতরে বিদ্যমান থাকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অবশেষ। এই 'মুক্তি' প্রকৃত স্বাধীনতা নয়; এটি কেবল এক সীমিত সামাজিক উদারতার প্রতীক, যেখানে নারীকে বাইরে নিয়ে আসা হয় পুরুষ-নির্দেশিত আধুনিকতার ছায়ায়, কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্যবোধকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

এই প্রেক্ষিতে দেবেন্দ্রনাথের আগমন কুন্দার জীবনে এক প্রতীকী ঝড়ের সূচনা করে। দেবেন্দ্রর কুন্দার প্রতি আকর্ষণ সমাজের তথাকথিত সংস্কৃত পুরুষের মানসিক দ্বিচারিতা উন্মোচন করে— যেখানে নারীকে একদিকে পূজিত করা হয়, অন্যদিকে ভোগবস্তু হিসেবেও দেখা হয়। সূর্যমূখীর প্রতিক্রিয়া এই দ্বিচারিতার আরেক দিক উন্মোচন করে। দেবেন্দ্রর অনৈতিক আচরণকে তিরস্কার না করে তিনি দোষ দেন তারারচরণকে, কারণ তিনি গৃহবন্দিনী কুন্দাকে 'বাইরের জগতে' এনেছেন। এ যেন সমাজের সেই চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে নারীর সম্ভাব্য পতনের দায় তার নিজের ওপর নয়, বরং তার 'অতিরিক্ত দৃশ্যমানতা'র ওপর চাপানো হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এই ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে উনিশ শতকের তথাকথিত নবজাগরণের আলোকময় সমাজেও নারী স্বাধীনতার ধারণা কতটা সীমাবদ্ধ ছিল। কুন্দার সৌন্দর্য যেমন তার শৃঙ্খল, তেমনি তার অস্তিত্বও পুরুষের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সামাজিক নৈতিকতার নির্মিত ফাঁদে বন্দি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে '*বিষবৃক্ষ*' কেবল একটি গার্হস্থ্য উপন্যাস নয়, বরং নবজাগরণের যুগে নারীর অস্তিত্ব সংকটের এক গভীর সমাজদার্শনিক প্রতিফলন।

গার্হস্থ্য বাস্তবতা, চরিত্রীয় সিদ্ধান্ত ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ : '*বিষবৃক্ষ*'-এ ন্যারেটিভ কর্তৃত্ব ও নৈতিক দ্বন্দ্ব— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের '*বিষবৃক্ষ*' উপন্যাসে আমাদের সামনে নেই সেই রোমান্টিক কোরবাতি বা পরাভাসিত কপালগত কাহিনী যা ঘটনার উত্তেজনা এককভাবে ভাগ করে দেয়; বরং এখানে গল্প ধীরে ধীরে বর্ণনায় রূপ নেয়— একটি কাহিনি যা চরিত্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে উৎপন্ন। উপন্যাসে গল্প (story) ও বর্ণনা/ বক্তব্য (discourse) পরস্পরকে পরিপূরক করে; ঘটনা-সঞ্চালন কেবল বাহ্যিক প্লট-ঘটনা নয়, বরং চরিত্রের মানসিকতা, সামাজিক অবস্থান ও নৈতিক সিদ্ধান্তগুলোর অনুসঙ্গ। এই ন্যারেটিভ্যাত্তিক গঠন চরিত্রকে কেবল ঘটনাবলীর প্রহরী বানায় না— চরিত্র নিজেই ঘটনাগুলোর কারণ ও ফলাফল উভয়েরই মধ্যস্থতাকারী; তাদের স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা আর অনুশীলন ঘটনাকে উৎপত্তি করে এবং পরবর্তীতে সেইই ঘটনা আবার চরিত্রের সংকল্প ও পরিণামের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। ফলে উপন্যাসে কোনো শুদ্ধ কল্প-সুবিধা বা কল্পনাপ্রসূত বিনোদনের জন্য জায়গা নেই; সমস্ত আবেগ, অনুপ্রেরণা ও ফলপ্রসূতা সামাজিকভাবে প্রমাণ্য ও বোধগম্য।

এই দৃষ্টিভঙ্গি রোম্যান্টিক কাহিনীর অপরিহার্য প্রথা, যেখানে নায়িকা-নায়কের সিদ্ধান্ত প্রায়শই অতন্দ্র, গোপন ইঙ্গিত বা কপাল-আধারিত শক্তির দ্বারা চালিত। তার সঙ্গে *বিষবৃক্ষ*-এর পৃথকতা স্পষ্ট করে। কুন্দান্দিনী এখানে যে কার্যকলাপে নেমে নাগেন্দ্রকে গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করা - তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ব্যক্তিগত রোমান্টিক আবেগের একাকিত্বে। প্রথমত, তাঁর বেছে নেয়ার মুহূর্তে 'হৃদয়' নির্ধারক থাকলেও সেই হৃদয়ের গতি সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে অসংঘটিত নয়; পিতার মৃত্যু, পরিবারের সম্পর্ক, যৌথ বসতি ও সমাজের প্রত্যাশা— সবই তাঁর বিবেচনাকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, কুন্দান্দিনীর পরবর্তীতে প্রদর্শিত দ্বন্দ্ব— নাগেন্দ্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা ও পরামর্শের প্রেক্ষিতে গ্রামত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা এবং বাহ্যিক বাধ্যবাধকতার এক জটিল সমীকরণ। এটি কোনো মনোগ্রাহী তৎপর সিদ্ধান্তের ফল নয়; বরং একটি নৈতিক ও সামাজিক গণনার ফল, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনের দাবি, গৃহস্থালির মর্যাদা ও সম্মান, এবং সম্ভাব্য সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ভীতি একত্রে কাজ করে।

ন্যারেটিভ বিশ্লেষণের আধারে এ পথচলা দুটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ প্রদান করে। প্রথমত, চরিত্র-প্রধান ন্যারেটিভে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমাজের কাঠামো থেকে আলাদা করে দেখা অসম্ভব অর্থাৎ চরিত্রগত ইচ্ছা ও সমাজগত নির্দেশ একে অপরের প্রতিফলন। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসটির প্রাঞ্জলতা এবং পাঠকীয় সংযোগ ঘটনার 'বাস্তবতাবোধে' নিহিত; চরিত্রদের সুখ-দুঃখ, প্রত্যাশা ও ফলাফল আমাদের ব্যক্তিজীবনের সাদৃশ্যের কারণে আবেগগতভাবেই গ্রহণযোগ্য হয়। এভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র গল্পকে কেবল বিনোদনের জন্য নয়, সামাজিক মনস্তত্ব ও নৈতিক তর্কাবলীর মঞ্চ হিসেবেও একত্রিত করেছেন।

শেষত, কুন্দান্দিনী চরিত্রটি একটি ক্রুশপথের প্রতীক; তিনি ব্যক্তি হিসাবে হৃদয়ের অনুষঙ্গে সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ ও স্থায়িত্ব সমাজের নিয়ম-নীতি এবং গার্হস্থ্য নীলনকশার ওপর নির্ভর করে। তাঁর সিদ্ধান্তের আড়ালে লুকোনো সামাজিক চাপে এবং পরিণতির ধারনায়ই ছায়াপথে ফুটে ওঠে উনিশ শতকের বাঙালি পরিবারের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সীমারেখা। এই বাস্তবসম্মত, চরিত্রনির্ভর ন্যারেটিভ কেবল পাঠকের সহানুভূতি জাগানিই না —এটি উপন্যাসকে আধুনিক সামাজিক উপাখ্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যকার সংঘাত অতি জটিল, নান্দনিক এবং অনুসন্ধানসুলভভাবে উপস্থাপিত হয়ে ওঠে।

সামাজিকতা বনাম ব্যক্তিস্বাধীনতা : বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক তত্ত্ব ও পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্ব— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রে সমাজ ও মানবতার আন্তঃসম্পর্কের যে মৌল তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, তা তাঁর *ধর্মতত্ত্ব* (১৮৮৮)-এর বাণী দ্বারা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত— "সমাজে আলাদা ধর্মীয় মানবতা নেই। সমাজের ধ্বংস মানবতার ধ্বংস" (চট্টোপাধ্যায় ১৩)। এই উক্তি শুধু নৈতিক আদর্শের ভাষ্য নয়; বরং তাঁর সাহিত্যদর্শনের মূল ভিত্তি— যেখানে সমাজ কেবল একটি প্রেক্ষাপট নয়, বরং মানবজীবনের নৈতিক ও অস্তিত্বগত পরিপূর্ণতার অবলম্বন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই '*বিষবৃক্ষ*' বা *The Poison Tree* উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক জীবনের সংঘাতকে উপস্থাপন করেছেন গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাঁর মতে, মানবপ্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা জীবনের চালিকা শক্তি হলেও, তাদের নিয়ন্ত্রণ ও সংযম ব্যতীত কোনও স্থায়ী সুখ বা নৈতিক সামঞ্জস্য সম্ভব নয়। হৃদয়ের অবাধ অগ্রাধিকার অবশেষে দুঃখ ও বিপর্যয় ডেকে আনে, কারণ ব্যক্তির অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সমাজের সঙ্গে তার সেতুবন্ধন ভেঙে দেয়। তাই সংযম ও সমতা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শুধুমাত্র নৈতিক আদর্শ নয়, বরং সামাজিক শান্তি ও মানবসম্পর্কের স্থিতির অপরিহার্য শর্ত।

উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক ও প্রেমনির্ভর গার্হস্থ্য জীবনের যে চিত্র নির্মিত হয়েছে, তা এই নীতিবোধের বাস্তব প্রতিফলন। নাগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী এবং কুন্দনন্দিনীর পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা আসলে এক গভীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার প্রতীক— যেখানে ব্যক্তিগত প্রেম, আকর্ষণ, বিশ্বাস ও নৈতিক দায়বোধ ক্রমাগত একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সূক্ষ্ম শিল্পবোধে দেখিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম ও আস্থার উপস্থিতিতেও অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও অবদমিত আবেগ কিভাবে গৃহস্থালী জীবনের স্থিতি নষ্ট করতে পারে। প্রেম ও কর্তব্যের মধ্যে এই সংঘাতই বঙ্কিমের উপন্যাসে মানবমনস্তত্ত্বের গভীরতম অনুসন্ধানের দিগন্ত খুলে দেয়।

তবে লেখক এই বিপর্যয়কে একমাত্র নিন্দনীয় বলে দেখাননি; বরং মানবিক সহানুভূতি ও শিল্পীর বোধে তিনি তা ব্যাখ্যা করেছেন। নারী চরিত্রদের অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা বা আবেগপ্রবণতা এখানে অনৈতিকতা নয়, বরং মানবজীবনের জটিল বাস্তবতার অংশ। কিন্তু একই সঙ্গে লেখক সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার নীতিকেও অবহেলা করেননি। পরিবারের কেন্দ্রস্থলে তিনি আদর্শ স্বামীর প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি নৈতিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। এই ন্যারেটিভ কৌশল দ্বৈত অর্থে পাঠযোগ্য— একদিকে এটি উনিশ শতকের সামাজিক রক্ষণশীলতার প্রতিফলন, অন্যদিকে এটি লেখকের সমাজ-সচেতন বাস্তবতাবোধের পরিচায়ক।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে '*বিষবৃক্ষ*' শুধুমাত্র প্রেম ও দাম্পত্যের গল্প নয়; এটি মানবপ্রবৃত্তি, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং নৈতিক শৃঙ্খলার পারস্পরিক সম্পর্কের দার্শনিক অনুসন্ধান। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বোঝান— ব্যক্তিস্বাধীনতা মূল্যবান, কিন্তু সেই স্বাধীনতা যদি সমাজের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়, তবে তা মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব আত্মসংযম ও সামাজিক দায়বোধের সমন্বয়ই প্রকৃত মানবতার ভিত্তি। এই ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রকে কেবল একজন নৈতিক উপদেশদাতা নয়, বরং একজন বাস্তববাদী সমাজমনস্ক শিল্পী হিসেবে প্রতিপন্ন করে, যাঁর রচনায় প্রেম, সমাজ ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক এক অনন্ত সংলাপের মতো প্রবাহিত।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ— এই আলোচনাটি বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক বাস্তবতাবাদকে নতুনভাবে মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাঁর এই দর্শন ইউরোপীয় 'moral realism' ও 'domestic ethics'-এর সঙ্গে তুলনাযোগ্য, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক বাধ্যবাধকতার দ্বন্দ্ব আধুনিকতার একটি বৈশ্বিক প্রতীক। একই সঙ্গে, ফেমিনিস্ট সমালোচনায় *The Poison Tree*-কে পুনর্পাঠ করলে দেখা যায়—বঙ্কিমের নারীর চিত্রণ তাঁর সময়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মানবিক সহমর্মিতা ও নৈতিক দায়বোধের ভারসাম্য রক্ষা করেছে। এই দ্বৈততা— সহানুভূতি ও সংযমের, স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতার-ই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক একাডেমিক আলোচনার পরিসরে স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা প্রদান করে।

অন্তর্মহল ও ব্যক্তিত্ব : উনিশ শতকের বাঙালি নারী-অবস্থার সামাজিক-বিক্ষেপ ও বঙ্কিমের ন্যারেটিভ প্রতিকৃতি— উনিশ শতকের Bengal-এর গার্হস্থ্য জীবনে নারীকে যে স্থান বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা সুস্পষ্টভাবে ছিল এক ধরনের সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জটিল সমন্বয়। একদিকে 'অন্তর্মহল' নারীকে বাহিরি অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টির থেকে রক্ষা করেছিল— একপ্রকার আবরণ, অভি-সুরক্ষা; অন্যদিকে ওই একই আবরণই নারীর সামাজিক স্বাধীনতা ও প্রকাশভঙ্গিকে কুণ্ঠিত করতো। এই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দ্বৈততার বিশ্লেষণ করা মানেই বোঝা যে নিরাপত্তা ও কর্তৃত্ব কখনোই একই সাম্যের ভঙ্গি নয়— প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক নিয়মনারীর আড়ালে সুরক্ষা প্রায়শই ক্ষমতার এক রূপে কাজ করত।

রূপ ও লজ্জা (beauty and modesty)-কে গৃহস্থালির শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়— নারীর সৌন্দর্যকে ঘরকোণে সীমাবদ্ধ রেখে সেটিকে পরিবারের গৌরববর্ধক ও পুরুষের সামাজিক মর্যাদা রক্ষাকারী হিসেবে পাঠ করা হত। কিন্তু এই সৌন্দর্য যখন পুরুষের ইচ্ছার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, তখন তা দ্রুতই অনৈতিক সম্পর্ক ও সামাজিক উত্তপ্তি উৎপন্ন করার সম্ভাবনাকে আহ্বান করে— একই সৌন্দর্য এক পাত্রে সম্মান, অপর পাত্রে বিপর্যয় আনে। ফলে সমাজিক নর্মগুলো নারীর শরীর, লাজুকতা ও নম্রতাকে নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপকরণে পরিণত করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে (বিশেষত '*বিষবৃক্ষ*'-এ) এই দ্বৈততা যথাযথভাবে নাট্যকরভাবে ফুটে ওঠে। সূর্যমুখীর চরিত্রে দেখা যায় কিভাবে 'অন্তর্মহল' গৃহিণীর কর্তব্যবোধ, এক ধরনের নৈতিক কর্তৃত্বরূপে কাজ করে— তিনি পরিবারের ঐক্যর রক্ষাকবচ; একই সঙ্গে তার অস্তিত্ব সমাজে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে প্রান্তীয় করে দেয়। কুন্দনন্দিনীর প্রবর্তনে সেই 'সুরক্ষা'-এর ভঙ্গপ্রক্রিয়া, তথা অন্তর্মহল থেকে বাহিরে একজন নারীকে আনায় যে উত্তেজনা ও বিপর্যয় হয়, তা উপন্যাসে পরিবারের অভ্যন্তরীণ নিয়ম ও লিগ্যাল-ইথিক্যাল কাঠামোর সংঘাত হিসেবে আবদ্ধ হয়ে ওঠে। নাগেন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা এখানে কেবল ব্যক্তিগত দুর্বলতা নয়— এটি সামাজিক স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে একটা আহ্বানও, যা পরিবারকে বিষবৃক্ষের মতো ধ্বংসাত্মক ফল দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সমাজকে ব্যক্তি-উপরেই প্রাধান্য দেন; ব্যক্তিকে সমাজের কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত করে তিনি জীবনের রহস্য, অর্থ ও সীমা অনুধাবন করান। তবে এটাকে শুধুমাত্র সামাজিক-উপলব্ধি হিসেবে পড়লে অর্ধেক বোঝাই হবে— কারণ বঙ্কিম চরিত্র নির্মাণে ব্যক্তির মানসিকতাকে অসম্পূর্ণভাবে সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে অভিন্ন করে দেন না; তিনি যতটুকুই ব্যক্তিগত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রদর্শন করেন, ততটুকুই তা সামাজিক শক্তির নির্ধারণে স্থির ও অর্থপূর্ণ হয়। অর্থাৎ, চরিত্রের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন সর্বদা তার সামাজিক ক্ষমতার প্রেক্ষিতে বিবেচিত— এটাই বঙ্কিমের ন্যারেটিভ কৌশল। (লেখকের নীতিগত বক্তব্যের অনুক্রমীয় বিশ্লেষণের জন্য দেখুন: ক্লার্ক ৬৯; ভৌমিক ১১)।

এই পাঠকে আরও গভীর করার জন্য তিনটি মনোগ্রাহী ধারার দিকে মনোযোগ প্রয়োজন— (১) স্থানগত থিওরি— অন্তর্মহল ও বহির্মহলকে ক্ষমতা-ভিত্তিক স্থানেরূপে বিশ্লেষণ করা; (২) জেন্ডার পারফরম্যান্স— নারীর নম্রতা, লজ্জা, সুরুচি ইত্যাদি সংস্কৃতির মাধ্যমে কীভাবে পুনরুৎপাদিত হয়; এবং (৩) ন্যারেটিভ ইথিক্স—কথ্যকথনে লেখকের নৈতিক পজিশনিং ও চরিত্রদের আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক নীতির প্রচার ও সমালোচনা। এই তিনটি দিককে সমন্বিত করে *বিষবৃক্ষ*-এর পাঠ চিত্রটি কেবল সামাজিক ইতিহাস বা সাহিত্যবিচারের বিষয় নয়, বরং একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক না হলেও নৈতিক-নৃবৈচিত্র্যময় চিন্তার ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে।

নির্ঘাত, বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রচয়ন ও কাহিনির বিন্যাসে দেখান যে সামাজিক নিয়মগুলো ব্যক্তিকে কিভাবে আঙ্গিকে পরিণত করে— সেইসঙ্গে তিনি সমাজকেন্দ্রিক মূল্যবোধের উপযোগিতা ও সীমাবদ্ধতাও উদঘাটন করেন। তাই উপন্যাসের প্রতিটি মুখবর্ণ— নাগেন্দ্র, সূর্যমুখী, কুন্দা, হীরা, দেবেন্দ্রকে আলাদা-আলাদা মানসিকতা ও সামাজিক ক্ষমতার দিক থেকে পড়া প্রয়োজন। কেউ স্বল্প স্বাধীনতার অনুশীলন দেখায়, কেউ কোমল ক্ষমতার ঐতিহ্য রক্ষা করে, আবার কেউ বহিরাগত আকাঙ্ক্ষার প্রতিক্রিয়ায় পরিবারকে সংকটের মুখে ধাক্কা দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিষবৃক্ষ উপন্যাসে ঐতিহাসিক কাহিনি ও রোমান্টিক রচনার সীমা অতিক্রম করে প্রবেশ করেছেন উনিশ শতকের বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের অন্তরঙ্গ ও নৈতিক বাস্তবতার পরিসরে। এই সময়ে নারীর অবস্থান ছিল সুরক্ষার আবরণে আবদ্ধ এক রাজনৈতিক-সামাজিক নির্মাণ, যেখানে গার্হস্থ্যতা ছিল simultaneously আশ্রয় ও আবদ্ধতার প্রতীক। বঙ্কিমচন্দ্র এই নির্মাণকে কাহিনি-চালিত আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক আলো এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নের মধ্য দিয়ে পর্যালোচনা করেছেন।

উপন্যাসের চরিত্রসমূহ— বিশেষত কুন্দনন্দিনী, সৌভাগ্যবতী ও নাগেন্দ্রনাথ— শুধুমাত্র কাহিনির বাহক নন; তারা সমাজ, ধর্ম, ও নৈতিকতার জটিল টানাপোড়েনের প্রতীক। কুন্দনন্দিনীর আত্মসম্মান ও আত্মচেতনার অন্বেষণ, সৌভাগ্যবতীর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আত্মসংযম, এবং নাগেন্দ্রনাথের নৈতিক দ্বন্দ্ব একত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের নৈতিক মানচিত্র নির্মাণ করে। উপন্যাসের সূক্ষ্ম দৃশ্যাবলি যেমন - সৌভাগ্যবতীর আত্মত্যাগ বা কুন্দনন্দিনীর নিঃসঙ্গ প্রতিরোধ— একধরনের নীরব সমাজতাত্ত্বিক নথি, যা গার্হস্থ্যতার মধ্যে নিহিত নারীজীবনের রাজনীতি উন্মোচন করে।

ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ আইন, এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন এই উপন্যাসের পটভূমিতে সক্রিয় ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিসেবে প্রতিফলিত। এই প্রেক্ষিতে বিষবৃক্ষ কেবল পারিবারিক জীবনের নৈতিক সংকট নয়, বরং সমাজসংস্কার, লিঙ্গবিন্যাস, এবং ধর্মীয়-নৈতিক আদর্শের সংঘাতকেও প্রতিফলিত করে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল অনুসন্ধান করা— কীভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গার্হস্থ্য জীবনের অন্তর্নিহিত সংকটকে বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রূপান্তরিত করেছেন; এবং কীভাবে তাঁর নারীচরিত্রগুলি স্থানবাদী ও জেন্ডার তত্ত্বের আলোকে সমাজের নৈতিক কাঠামোর ভেতর এক নব আত্মবোধের জন্ম দেয়। এভাবে বিষবৃক্ষ কেবল একটি পারিবারিক উপন্যাস নয়, বরং উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের নৈতিক জটিলতা, সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও নারী-চেতনার এক গভীর সামাজিক দলিল হয়ে ওঠে।

সমসাময়িকতা ও গার্হস্থ্য-দৈনন্দিনের প্রসারণ : *বিষবৃক্ষ*-এ সামাজিক ন্যারেটিভের বহুতলতা— বঙ্গীয় উপন্যাসধারার এক প্রধান সমস্যা হল গার্হস্থ্য কাহিনি প্রায়শই স্বীয় সীমাতে অটকে থেকে সমাজের বৃহত্তর তন্তুদের উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। এই সীমাবদ্ধতা, অর্থাৎ নিছক পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে ন্যারেটিভের মোটধারায় মনোনিবেশ করানো, অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সামগ্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবুও '*বিষবৃক্ষ*' এ সেই সাধারণ বাতিক্রম ঘটেছে: বঙ্কিমচট্টোপাধ্যায় গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রকে একটি বৃহৎ সামাজিক ন্যারেটিভে ইনকর্পোরেট করেছেন, তাই উপন্যাসটি কেবল পারিবারিক কাহিনি থেকে বেড়ে ওঠে সমসাময়িক সমাজের প্রতিচ্ছায়ায়।

প্রথমত, স্থান ও বিস্তারের কৌশল। গল্পযাপন যে কেবল 'অন্তরমহল'-এর চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না— গোবিন্দপুর গ্রামের ভূতল থেকে শুরু করে প্রতিবেশী পরিবারের সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যন্ত উপন্যাসের ন্যারেটিভ প্রান্তগুলো বিস্তৃত হয়। স্থানগত এই প্রসারণ পাঠককে পারিবারিক অনুষঙ্গকে সামাজিক-আর্থ-ধর্মীয় ও নৈতিক কথ্যতাদের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে পড়তে বাধ্য করে; ফলে গল্পের ঘটনাবলি আর চরিত্রের মানসিকতা আলাদা নয়, বরং প্রতিনিয়ত সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যাঘাতের ফলাফল হিসেবে প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয়ত, কাহিনীর বহু-স্বর ও প্রতিধ্বনি— মূল চরিত্রদের অভ্যন্তরীণ সংকট শুধুই ব্যক্তিগত লড়াই নয়; বরং তা ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারচেষ্টা, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ও নবজাগরণী সামাজিক নীতির সঙ্গে ক্রমশ সংলগ্ন হয়ে যায়। এসব সামাজিক সুর একত্রে কাজ করে উপন্যাসকে একটি 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পলিফোনি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে— যেখানে একেকটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা আকাঙ্ক্ষার প্রতিক্রিয়া সমাজের নীতি, প্রতিষ্ঠান ও প্রথার উপর নকশা ফেলতে থাকে। ফলত পাঠক শুধুই নৈতিক বিচারক হিসেবে দাঁড়ায় না; তিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার আলোয় চরিত্রের সিদ্ধান্তপথকে অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

তৃতীয়ত, বঙ্কিমের ন্যারেটিভ কৌশল— চরিত্র নির্মাণে সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। ক্লার্কের পর্যবেক্ষণ উপযুক্ত যে, বঙ্কিম যখন মধ্যবিত্ত পরিবারের চরিত্র নিয়ে কাজ করেন তখন তার বর্ণনা বাস্তবসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়। অর্থাৎ চরিত্রগুলো আলাদা একক সত্তা নয়; তাদের মানসিকতা, আকাঙ্ক্ষা ও অপরাধ-অনুশোচনা সবই নির্ধারিত হয় তাদের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সীমা ও সাংস্কৃতিক বোধ দ্বারা (ক্লার্ক ৬৯)। এই সামাজিক ভিত্তিক চরিত্রায়ন উপন্যাসকে কেবল পারিবারিক ড্রামা থেকে উত্তোলিত করে সামাজিক রূপরেখার দিকে পরিচালিত করে এবং তাই '*বিষবৃক্ষ*' গার্হস্থ্য উপন্যাসের সীমা ভেঙে একটি সমসাময়িক সামাজিক উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়।

চতুর্থত, সাহিত্যিক অর্থে এই প্রসারণের গুরুত্ব। যখন গার্হস্থ্য কাহিনি আত্ম-উপলব্ধি হিসেবে সমাজের বৃহত্তর প্রশ্নকে জিজ্ঞাসা করে— যেমন কীভাবে বিধবা-বিবাহ সমাজকে নাড়া দেয়, বা কিভাবে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা সামাজিক বন্ধনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে— তখন উপন্যাসটি শুধু অনুভব-ভিত্তিক ত্রাস বা নাচিকালিপ্তি নয়; এটি নৈতিক, নীতিগত ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্নের সাহিত্যের মঞ্চে পরিণত হয়। তাত্ত্বিকভাবে এটিকে New Historicism বা সামাজিক-নির্দেশিত রিডিংয়ের আলোকে পড়া যায়, যেখানে পাঠক ও গবেষক উভয়েই উপন্যাসকে সময়ের সামাজিক ধারার মধ্যে স্থাপন করে পাঠের নীতি নির্ধারণ করেন।

'বিষবৃক্ষ'- এখানে গার্হস্থ্য জীবনকে সামাজিক চিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার আর্ট দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। বঙ্কিমের এই কৌশল উপন্যাসটিকে কেবল পারিবারিক টুকরো গল্প থেকে উত্তরণে সাহায্য করে; এটিকে প্রতিষ্ঠিত করে একটি সমসাময়িক, সামাজিকতাত্ত্বিক বিশ্লেষ্যের উপযোগী সাহিত্যকর্ম হিসেবে। ফলে উপন্যাসের পাঠ একদিকে যেখানে মানবিক অনুষঙ্গের গভীরে ঢুকে যায়, অন্যদিকে সেটি সময়ের সামাজিক-নৈতিক প্রশ্নের মোকাবিলায়ও পাঠককে সক্রিয় করে তোলে। (ক্লার্ক ৬৯; ভৌমিক ১১)

সামাজিক উপন্যাস ও চরিত্রের অন্তর্নির্মিত সংহতি : বঙ্কিমচন্দ্রের *দ্য পয়জন ট্রি*-তে সমাজের প্রতিফলন— বঙ্কিমচন্দ্রের *'দ্য পয়জন ট্রি'* কেবল ব্যক্তিজীবনের আভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং পারিবারিক সম্পর্কের চিত্রায়ণে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সমসাময়িক সামাজিক উপন্যাসের এক অনন্য উদাহরণ, যেখানে চরিত্র এবং সমাজের পারস্পরিক প্রভাব অঙ্গসঙ্গেই মিশে গেছে। তবে বঙ্কিমের লক্ষ্য কখনোই ছিল সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে এবং তার শ্রেণি, জাতি বা পেশাকে তালিকাভুক্ত করে পরিচয় করানো। তিনি সমাজের বহুমাত্রিক উপাদানগুলো — যেমন বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণি, পেশা, শিক্ষা, বিয়েবন্ধন, প্রশাসন এবং বাজার ব্যবস্থার আচরণ — চরিত্র ও কাহিনীর প্রেক্ষাপটে সংযুক্ত করেছেন, যাতে গল্পের নৈতিক ও মানসিক কেন্দ্রবিন্দু অক্ষুণ্ণ থাকে।

এই সংযোজন বঙ্কিমের রচনাশৈলীর মূল বৈশিষ্ট্য। তিনি সমাজকে কেবল পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেননি; বরং চরিত্রের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের উপস্থিতিকে কার্যকরী করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, জমিদার পরিবারের মেয়েদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা কেবল শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট নয়, বরং তাদের আত্মপরিচয়, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার সূত্রধারী হিসেবে কাজ করে। বিধবা-বিবাহের সমস্যাও শুধুমাত্র সামাজিক বা আইনি আলোচ্য নয়; এটি চরিত্রের ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক প্রত্যাশার মধ্যে সংঘাতের এক মাধ্যম। সমাজ এইভাবে উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে— চরিত্রের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে।

অতএব, বঙ্কিমের *'দ্য পয়জন ট্রি'*-তে সামাজিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো চরিত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রবেশ করেছে। চরিত্র, তাদের মানসিক প্রক্রিয়া, দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি শ্রেণি, লিঙ্গ ও জাতিগত বৈষম্যের মতো বৃহৎ সামাজিক বিষয়গুলোকে নাটকীয় ও প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়েছেন। এর ফলে পাঠক সমাজের কাঠামোগত শক্তি ও নৈতিক দ্বন্দ্বগুলো সরাসরি অনুভব করতে সক্ষম হয়। পিয়ারিচাঁদ মিত্রের *'আলাল-এর ঘরের দুলাল'* এবং অন্যান্য অনুরূপ রচনায় সামাজিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রই এই ধারার প্রধান প্রবর্তক, কারণ তিনি সমাজকে কেবল পটভূমি বা পর্যবেক্ষণীয় বিষয় হিসেবে নয়, বরং কাহিনী-গতির একটি কার্যকরী অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

পরিশেষে, বঙ্কিমের এই কৌশল সামাজিক উপন্যাসকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সীমা অতিক্রম করে একেবারে কার্যকর চিন্তানিবদ্ধ সাহিত্যকর্মে পরিণত করেছে। *'দ্য পয়জন ট্রি'*-তে চরিত্র ও সমাজের সম্পর্ক দ্বিমাত্রিক এবং প্রাঞ্জল; ব্যক্তির নৈতিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা একসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ফলে, উপন্যাসটি কেবল গল্পের আনন্দের জন্য নয়, বরং সামাজিক বিশ্লেষণ, নৈতিক চিন্তাভাবনা এবং মানবিক অধ্যয়নের জন্যও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনার যোগ্য।

সামাজিক বাস্তবতা ও পারিবারিক নৈতিকতা : বঙ্কিমচন্দ্রের *দ্য পয়জন ট্রি*-তে সমন্বিত চরিত্রচিত্র— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক বর্ণনা ও প্রেক্ষাপটকে কেবলমাত্র তখনই উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা, যখন তা চরিত্র ও গল্পের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে। অর্থাৎ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা কখনোই আলাদা কোনো অবয়ব হিসেবে উপন্যাসে প্রবেশ করে না; বরং চরিত্রের চিন্তাভাবনা, আচরণ ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত অবস্থানেই তা প্রাসঙ্গিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিকোণটি '*দ্য পয়জন ট্রি*'-কে কেবল একটি পারিবারিক কাহিনি হিসেবে নয়, বরং সমসাময়িক বাঙালি সমাজের জটিলতা ও সমস্যার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক উপন্যাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

কিছু সমালোচক এটিকে সামাজিক উপন্যাসের উদাহরণ মনে করেন, বিশেষত বিধবা বিবাহের সামাজিক ও নৈতিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসে সূর্য মূখী ও নাগেন্দ্রনাথ—প্রধান দম্পতি—বিধবা কুন্দা নন্দিনীর দ্বিতীয় বিবাহকে সমর্থন এবং নিন্দা দুটোই প্রকাশ করেন। সূর্য মূখী জানেন যে কুন্দা যদি নাগেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহলে তার ব্যক্তিগত অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; অন্যদিকে নাগেন্দ্রনাথ এই বিবাহকে আইনত সমস্যা মনে করেন না। এই দ্বৈত প্রতিক্রিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণকে প্রতিফলিত করে - যেখানে তিনি সামাজিক নিয়ম, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব চিত্রিত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে নাগেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ এবং ব্যক্তিগত আবেগ কেবল পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট নয়, বরং সামাজিক ও নৈতিক স্তরে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি ডেকে আনে। এই পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে ব্যক্তিগত চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার অযথা প্রাধান্য কখনো কখনো পারিবারিক এবং সামাজিক সমন্বয়কে বিপন্ন করতে পারে। '*দ্য পয়জন ট্রি*'-তে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা স্ব-সন্তুষ্টি কেবলমাত্র সামাজিক শৃঙ্খলা এবং পারিবারিক কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে মান্য হয়।

উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি সমাজের সমালোচনা করেছেন, যা নারীদেরকে অযোগ্য বা দুর্বল মনে করত এবং তাদের ওপর পুরুষদের আধিপত্য নিশ্চিত করত। তিনি জোর দিয়ে দেখিয়েছেন যে, একটি পরিবারকে সত্যিকারের পরিবার বলা যায় কেবল তখনই, যখন সেখানে পুরুষ ও নারীর সহযোগিতা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়। পারিবারিক সমস্যা কেবল ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা সামাজিক ও নৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে সামাজিক সত্যের প্রবাহে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে এক গভীর ও সমন্বিত নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক দৃশ্যপট উপস্থাপন করে, যা তাকে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য-চর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য স্থান প্রদান করে।

উপসংহার : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *'বিষবৃক্ষ'* উনিশ শতকের বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের নৈতিক ও সামাজিক জটিলতাকে গভীর বাস্তববোধে রূপায়িত করেছে। উপন্যাসটি ব্যক্তি-আকাঙ্ক্ষা, পারিবারিক কর্তব্য এবং সামাজিক নিয়মের সংঘাতের মধ্য দিয়ে এক বৃহত্তর নৈতিক সত্য উন্মোচন করে, যেখানে প্রেম ও সংযম, স্বাধীনতা ও দায়বোধ, নারী ও সমাজ— সবই এক জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রতিফলিত। সূর্যমুখীর আত্মসংযম, কুন্দনন্দিনীর আত্মচেতনা ও নাগেন্দ্রর নৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে গার্হস্থ্য জীবন কেবল ব্যক্তিগত পরিসর নয়, এটি সমাজের নৈতিক ভারসাম্যের প্রতীকও বটে। অতএব, *'বিষবৃক্ষ'* আধুনিক বাংলা উপন্যাসে এক এমন রূপকাঠামো নির্মাণ করে, যেখানে গৃহের অন্তরঙ্গ বাস্তবতা জাতীয় সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও আধুনিক মানবিক চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে ওঠে।

Bibliography:

আর্নল্ড, এডউইন, *প্রিফেস*, দ্য পয়জন ট্রি, লেখক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুবাদ : মিরিয়াম এস. নাইট, টি. ফিশার আনউইন, ১৮৮৪, পৃ. ৫-৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, ৫ম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৬৭

বর্থউইক, মেরেডিথ, *বাংলায় নারীর পরিবর্তিত ভূমিকা, ১৮৪৯-১৯০৫*, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *দ্য পয়জন ট্রি*. অনুবাদ : মিরিয়াম এস. নাইট, টি. ফিশার আনউইন, ১৮৮৪

চৌধুরী, সুপ্রিয়া, *দ্য বাংলা নোভেল.* ইন *দ্য ক্যামব্রিজ কমপ্যানিয়ন টু মডার্ন ইন্ডিয়ান কালচার*, সম্পাদনা করেছেন : বসুধা দলমিয়া ও রাশ্মি সদানা, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২, পৃ. ১০১-১২৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 366 - 380
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চৌধুরী, সুপ্রিয়া, *নারী, পুনর্জন্ম ও সংস্কার উনিশ শতকের বাংলায়.* ইন *রেনেসাঁ রিবর্ন*, সম্পাদনা করেছেন : সুকান্ত চৌধুরী, ক্রনিকল বুকস, ২০১০, পৃ. ১৫৯-১৮৩

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'ধর্মতত্ত্ব', বাঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯০০

ক্লার্ক, টি. ডব্লিউ, *ভারতে উপন্যাস: এর জন্ম ও বিকাশ*, জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন লিমিটেড, ১৯৭০

ফারুক, এম. এ. আফজাল, "ঔপনিবেশিক বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নিউ উম্যা' ধারণার অনুসন্ধান: কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রতিফলন', *লিটারারি হেরাল্ড*, খণ্ড ৩, সংখ্যা ২, আগস্ট ২০১৭, পৃ. ৩২০-৩২৬

মুখার্জী, তিলোত্তমা এবং সংকলিতা মুখার্জী, "উনিশ শতক থেকে একবিংশ শতক পর্যন্ত বাংলার নারীদের মনস্তাত্ত্বিক যাত্রা," ইন *কগনাইজিং এশিয়ান সোসাইটিজ থ্রু সাইকোলজিক্যাল আন্ডারপিনিংস*, সম্পাদনা করেছেন : আরাধনা শুক্লা, অনুভূতি দুবে, নরেন্দ্র সিং ঠাকুরনা, কনসেপ্ট পাবলিশিং কোম্পানি প্রা. লি., ২০২১, পৃ. ২৫০-২৭

প্রমাণিক, মৃন্ময় এবং প্রতিম দাস, "বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্যিক চিন্তা," *পেপার ১১*, ই-পিজি পাঠশালা, প্রবেশাধিকার ১৫ মে ২০২১
https://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000013EN/P001455/M24,019990/ET/1519813303Paper11,Module24,EText.pdf